০১-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তোমাদের ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করতে হবে, দুঃখধামকে সুখধাম করতে হবে"

প্রশ্নঃ- সঙ্গমে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোন্ বিষয়ে খুব এক্সপার্ট হয়ে যাও ?

উত্তর :- সকল মনুষ্য আত্মার মনস্কামনা পূর্ণ করার কার্যে তোমরা এক্সপার্ট হয়ে যাও। মানুষের মনস্কামনা থাকে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হোক, সেসব তোমাদের পূর্ণ করতে হয়। তোমরা সবাইকে শান্তির পথ বলে দাও। শান্তি কখনও বনে জঙ্গলে প্রাপ্ত হয়না, বরঞ্চ আত্মার স্ব ধর্ম হলই শান্তি। দেহ থেকে ডিট্যাচ হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই সুখ-শান্তির বর্সা প্রাপ্ত হবে

গীত :- মুখশ্রী দেখ রে হে প্রাণী মন রুপী আয়নায়.....

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা নিজের হারানিধি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যে বাচ্চারা বাবার পরিচয় জেনেছে এবং বাবার শরণে এসেছে। তারা বলে প্রভু আপনার শরণে এসেছি। শরণ মিলবে তখন, যখন বাবা আসবেন এবং বাচ্চাদের বোঝাবেন। ভক্তরা ভগবানের শরণে আসে কারণ এখানে সবাই দুঃখে আছে। ভারত হল দুঃখধাম। একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন এ হল তোমাদের হংস মন্ডলী। এখানে পবিত্র বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারেনা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, পবিত্র ভারতকে সুখধাম বলা হয় অন্য কোনও খন্ডকে সুখধাম বলা হবেনা। ভারত সুখধাম, ভারত দুঃখধামে পরিণত হয়। ভারতবাসী অনেক দুঃখে আছে কারণ পতিত হয়েছে। কিন্তু এই কথা তাদের কেউ বোঝায়না। বাবা বোঝান - সন্ন্যাসীরা পবিত্র, ঘর সংসার ত্যাগ করে, কিন্তু তবুও নিজেরাই গায়ন করে - পতিত পাবন সীতারাম....। এখন তোমরা এসেছ পতিত পাবন বাবার কাছে। তিনি হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা, তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করেন। মানুষ, মানুষকে পবিত্র করতে পারেনা। এই হল পতিত দুনিয়া। কেউ যেখানে পবিত্র নয়। বলাও হয় - যে পরম পিতা পরমাত্মা। তারপর বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। শিবোহম্ , ততত্বম। সবাই বাবাকে ভুলে গেছে। যেমন মানুষ মদ্যপানের নেশায় , যতই দেউলিয়া স্থিতি হোক তবুও মদ্যপানের নেশায় মত্ত হয়ে থাকে। তেমনই মানুষ এই কথা জানতে পারেনা যে এই বিকার পতিতে পরিণত করে , তাইতো সন্ন্যাসী পবিত্র হওয়ার জন্যে গৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু সে হল নিবৃত্তি মার্গ। এখানেতো বাবা এসেছেন। যারা অর্ধকল্প দুঃখে থাকে তারা বাবার কাছে এসে শরণ নেয়। দুঃখী করে মায়া। পাঁচ বিকারের মহা রুগী করে। মানুষকে রাবণ একেবারে অসুর করেছে। যখন সম্পূর্ণ দুঃখধামে পরিণত হয় , তখন আবার বাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন।

তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । তোমাদের দ্বারা বাবা সেবা করান যে - বাচ্চারা , তোমরা এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে যোগের উপরে। যদি কেউ সাত দিন যোগে ভালোভাবে থাকে তাহলে তো কেল্লা ফতে। এমন খুব কমই যোগে টিকতে পারবে। ঘর বাড়ি মনে পড়বে , মন সেদিকে ছুটবে। সাত দিনের কথা তো বিখ্যাত।গীতা, ভাগবত, গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি সাত দিনের জন্যেই রাখা হয়। এই পরম্পরা এই সঙ্গম যুগেরই নিয়ম। সাত দিন ভাট্টিতে বসতে হবে। কারো স্মৃতি আসা চলবেনা। একমাত্র বাবার সঙ্গে যেন যোগ যুক্ত থাকে। সাত দিন

এরকম একরস অবস্থায় থাকা, খুবই কঠিন ব্যাপার। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণিকা এখানেই আছে। তোমরা এখন বৃক্ষের নীচে বসে রাজ যোগের তপস্যা করছ। জগৎ অম্বাও আছেন তোমরা বাচ্চারাও আছ। তোমরা হলে সকল মানুষের মনস্কামনা স্বর্গে পূরণ কারী অর্থাৎ মানুষকে মুক্তি জীবনমুক্তির ফল দাতা। তোমরা হলে এক্সপার্ট। দুনিয়ায় কেউ জানেনা যে মুক্তি জীবনমুক্তি কাকে বলে হয় ? কে প্রদান করেন ? পতিত দুনিয়ায় যে পবিত্র করতে পারেন ? সন্ন্যাসিজন শান্তির জন্যে গৃহ ত্যাগ করেন। জঙ্গলে গমন করেন, কিন্তু শান্তি প্রাপ্ত হয়না। আত্মার স্ব ধর্ম হলই শান্ত এবং মানুষ বাইরে খুঁজে বেড়ায়। এই কথা কেউ জানেনা আত্মার স্ব ধর্ম হল শান্ত। (রানীর গলার হারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়) এ হল কর্মেন্দ্রিয়, ব্যবহার কর বা নাই কর। আমরা আত্মা এই শরীর থেকে নিজেকে ডিট্যাচ করে থাকি। যেমন রাত্তিরে আত্মা ডিটাচ হয়ে যায় তাইনা। সবকিছু ভুলে যায়। সে স্থিতিকে নিদ্রা বলা হয়। এখানে তোমরা কেবল শান্তিতে বসো। আত্মা বলে আমি কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কর্ম করে ক্লান্ত হয়েছি। আচ্ছা , নিজেকে শরীর থেকে ডিটাচ করে নাও। এই হল কর্মেন্দ্রিয় , কর্ম করার জন্যে। এই নলেজ বাবা-ই প্রদান করেন। ডিটাচ হয়ে বসো, কোনও কথা বোলোনা। কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ ডিট্যাচ হয়ে বসবে ? এই কথা তো তোমরা জানো কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারেনা। ডিটাচ তো হবেই কিন্তু তার সঙ্গে কিছু লাভও তো হওয়া উচিত। শুধুমাত্র ডিটাচ হয়ে বসলে এতখানি লাভ হবেনা। ডিট্যাচ হয়ে আমায় স্মরণ করো তাহলে লাভ হবে, শক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা নিজের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা , এই হল জ্ঞান-ইন্দ্র-সভা। এখানে তোমরা বসে আছ , তোমরা সবাই রত্ন । কেউ পাথর-বুদ্ধি বসে থাকলে বায়ুমন্ডল খারাপ করবে কারণ শিববাবার স্মরণে থাকবেনা। সে নিজের আত্মীয় পরিজন কে স্মরণ করবে। তোমাদের তো নিজের বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। এইটি কোনও সাধারণ সৎসঙ্গ নয়। এই হল বিশাল ইউনিভার্সিটি। মেডিকেল কলেজে যদি কেউ অশিক্ষিত গিয়ে বসে তবে সে কিছুই বুঝবেনা। তাকে তো অ্যালাও করা হবেনা। শুধু দেখলে তো কিছু বুঝবেনা। এই নলেজ বিকারী পতিত বুঝবেনা, তাই এমন আত্মাদের অ্যালাও করা হয়না। কেউ যদি ভাবে আমরা ক্লাসে এসে লেকচার শুনতে পারি ? কিন্তু তাতে কিছু বুঝবেনা। এই ইউনিভার্সিটি হল ম্লেচ্ছ থেকে স্বচ্ছ দেবতা হওয়ার। এখানে এমন কাউকে অ্যালাও করা হয়না। বাবাকে তো জানতে পারেনা। বাবা হলেন গুপ্ত। তোমরা জানো বেহদের বাবার শরণে এসেছি - সদা সুখের বর্সা নিতে। বাবা নিজেই বলেন এই ব্রহ্মার শরীর হল অনেক জন্মের অন্ত কালের বাণপ্রস্থি শরীর। ব্রহ্মাও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছেন। এখন আমি সব বেদ শাস্ত্রের সার এনার দ্বারা বলি। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম। বোঝান হয় বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নাভি কমল থেকে বিষ্ণুর জন্ম হয়। ব্রহ্মা সরস্বতী দুজনে কিভাবে নারায়ণ লক্ষ্মী স্বরূপে পরিণত হয়। তারপর ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে অন্ত কালে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। তারা আবার গান্ধীর নাভি কমল থেকে নেহরুকে দেখিয়েছে। এখন তো এখানে ক্ষীরের সাগর নেই। এই হল বিষয় সাগর। ক্ষীর সাগর সত্যযুগে দেখানো হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো - অর্ধকল্প মায়া দুঃখী করেছে। ভারতের মতন দুঃখে আর কেউ নেই। ভারতের মতন সুখীও আর কেউ হয়না। বাবা বলেন দেবী দেবতা ধর্ম তো প্রায় লুপ্ত হবেই। তবেই আমি এসে আবার নতুন ধর্ম স্থাপন করি। যথাযথ ভাবে সেই স্থাপনের কার্য এখন চলছে। তোমরা বাচ্চারা এসে বাবার কাছে বর্সা নিচ্ছ। জানো যে স্বর্গে করা রাজত্ব করতেন। শৈশবের রাধে-কৃষ্ণ তারা-ই আবার লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হয়। এখন তো বাবা এসেছেন। ভিন্ন নাম রূপ দ্বারা লক্ষ্মী নারায়ণ পড়াশোনা করেছেন। শ্রী কৃষ্ণ শ্যাম স্বরূপে এখানে বসে আছেন। বাবা তাঁকে ঐ পারে নিয়ে

যান। শাস্ত্রে দেখানো হয় কৃষ্ণকে ঝুড়িতে করে ঐ পারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন শিববাবা এসেছেন। বাচ্চারা তোমাদের নয়নে বসিয়ে স্বর্গের মালিক করেন। সম্পূর্ণ বংশাবলীকে জ্ঞান প্রদান করে বাবা-ই নিয়ে যান - কংস পুরী থেকে কৃষ্ণ পুরী। একজনের তো কথা নয়। রাবণ পুরী থেকে তোমাদের সকলকে মুক্ত করে , নয়নে বসিয়ে সুখধামে নিয়ে যাই। আমি বাচ্চাদের স্বর্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এসেছি। তারপর এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। যুদ্ধের কথা তো শাস্ত্রেও লেখা আছে। কিন্তু বুঝতে পারেনা। এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছেন। এখন বাবা বলছেন এই সব ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। আমি সকলের সদগুরু। কংসপুরী কলিযুগকে, কৃষ্ণপুরী সত্যযুগকে বলা হয়। এখন তোমাদের রাবণ পুরী থেকে রাম পুরী অথবা কৃষ্ণ পুরী নিয়ে যাই। তোমরা সুখধাম কৃষ্ণ পুরীতে যাবে ? গায়ন আছে কিনা - ভজ রাধে গোবিন্দ .... এ হল ভক্তি মার্গ। এখন তোমরা রাধে গোবিন্দ স্বরূপে আবার পরিণত হচ্ছ। এখন তোমাদের দ্বি-মুকুট নেই - না আলোর মুকুট, না রাজার মুকুট। পবিত্রদের আলোর মুকুট প্রদান করা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ তো হলেন সদা-ই পবিত্র । তাঁদের কখনও সন্ন্যাস করতে হয়না। সন্ন্যাসী জন্ম নিয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করে পবিত্র হওয়ার জন্য। তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে এই একটি জন্ম সন্ন্যাস নিতে হয়। তারা ২১ জন্মের জন্যে পবিত্র হয়না। তারা প্রথমে বিকারীদের কাছে জন্ম গ্রহণ করে পতিত হয় তারপর পবিত্র হওয়ার জন্যে ঘর সংসার ত্যাগ করে। ঐ হল রজো গুণী সন্ন্যাস। বাবা বলেন আমি হলাম নলেজফুল। নলেজফুল , ব্লিসফুল ..... আমার মধ্যে ফুল নলেজ আছে। সূক্ষ্ম বতন , মূল বতন, স্থূল বতন এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের ফুল নলেজ বাচ্চারা তোমাদের প্রদান করি , যাতে তোমরাও ফুল অর্থাৎ সম্পূর্ণ হও। দেবী-দেবতারা সম্পূর্ণ হন। তোমরা বাচ্চারা বাবার কোলে এসেছ। জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পুনরায় রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। এইটি হল হার জিতের খেলা। মায়ার কাছেই হার, মায়ার সাথেই জিত। তোমরা সর্ব শক্তিমানের সঙ্গে যোগ করে, শক্তি নিয়ে মায়াকে পরাজিত কর। বুঝতে পারো যে আমাদের ৮৪ জন্মের ড্রামা এখন পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আবার রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। লক্ষ্মীনারায়ণকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়েছে। এইটি হল বিষয় সাগর। রাধে-কৃষ্ণ তো শিশু ছিলেন। কৃষ্ণকে খুব ভালোবেসে ঝুলায় দোলানো হয়। জানে - তিনি হলেন স্বর্গের প্রিন্স। কৃষ্ণকে ১৬ কলা সম্পন্ন বলা হয়, রামকে ১৪ কলা সম্পন্ন। সেই কৃষ্ণ আবার ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় পরিণত হন। পুনর্জন্ম তো হবেই । বাবা বুঝিয়েছেন - পুরোপুরি ৮৪ জন্ম তো সবার হবেনা। অন্য ধর্মীয় জনের ৮৪ জন্ম হবেনা। বুঝবার কথা এইসব। পিতার কাছে নিশ্চয়ই বর্সা প্রাপ্তি হবে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক করবেন। তিনি পিতা পরম ধামে বাস করেন। আমরাও সেখান থেকেই আসি। বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই শান্তি প্রাপ্ত হবে। মানুষ তো জিজ্ঞাসা করে - পরমাত্মার সঙ্গে যোগ কিভাবে করতে হয় ? তোমরা তো এখন সব কিছু বুঝেছ।

বাবা আসেন দুঃখধাম ও সুখধামের সঙ্গমে। কলিযুগ অন্ত হল দুঃখধাম, সত্যযুগের আদি হল সুখধাম। দুঃখধামকে পরিবর্তন করে সুখধামে বাবা-ই বসাবেন। এইটুকুই বুঝবার কথা। এই পড়াশোনা পবিত্রতা ছাড়া কেউ পড়তে পারেনা তাই এখানে পতিতদের বসতে দেওয়া হয়না। বোঝাতে হবে - তোমরা অর্ধকল্পের মহা রুগী। মায়া তোমাদের মহা রুগী বানিয়েছে তবেই সর্বপ্রথম ভাট্টিতে বসানো হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন সবার অকুপেশন জেনেছ। শিবের মন্দিরে গেলে বুঝে যাবে - ইনি হলেন বাবা গতি-সদগতি দাতা। সবচেয়ে বিশাল তীর্থ স্থান হল ভারত। কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা আছে। শিববাবার নাম লুপ্ত হয়েছে। শিববাবা-ই এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। গঙ্গা

নদী কোনো পতিত পাবনী নয়। সে নদীর উৎস হয় পাহাড় থেকে। নদীকে পতিত পাবনী কিভাবে বলা হবে। একেই বলে অন্ধ শ্রদ্ধা। মানুষ কি কি করতে থাকে। গায়ন করে - মানুষ জন্মের মত দুর্লভ জন্ম হয়না। সেই দুর্লভ জন্ম তোমাদের এখনই যখন বাবা আসেন। এইটি হল তোমাদের অমূল্য জন্ম। তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর তাই শিব-শক্তি ভারতমাতা গায়ন আছে। তোমরা জানো - বাবা পবিত্রতার সাহায্যে শুধু ভারত নয় , সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করেন। যারা পবিত্রতার আঙ্গুল দিয়ে সাহায্য করে , মন্মনাভব হয়ে থাকে , তারাই হল সহযোগী। এর অর্থ তোমরাও ভালোরকম জানো। ব্রহ্মাবাবাও শুরুতে জানতেননা । অনেক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন । শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তবেই বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি-ই তোমাদের সব। গতি-সদগতি দাতা । মানুষ হল পতিত। এখন তোমরা এসেছ শিববাবার কাছে , ব্রহ্মা দ্বারা বর্সা নিতে। এই নিশ্চয় ছাড়া কেউ আসতে পারেনা। নিশ্চয় ছাড়া এসে আরও অশান্তি ক্রিয়েট করবে। তোমরা ভারতকে সুপ্রিম শান্তিতে নিয়ে যাও। এই হল স্থাপনার কাজ, যা মানুষ করতে পারেনা। তোমরাও শিববাবার সাহায্যে এই কাজ করছ। তোমরা প্রাইজ কি প্রাপ্ত কর ? স্বর্গের মালিক হও। এমন বাবার আপন হয়েও যদি নিশ্চয় বুদ্ধি নয় তবে মায়া একেবারে গ্রাস করে নেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই একটি জন্মে পুরানো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে বাবার সহযোগী হতে হবে। এক আঙ্গুল পবিত্রতার সহযোগ দিতে হবে এবং মন্মনাভব থাকতে হবে ।

২) ভারতকে সুপ্রিম শান্তিতে নিয়ে যাওয়ার সেবা করতে হবে। এই শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে বাবার স্মরণে থেকে শক্তি প্রাপ্ত করতে হবে। শক্তির দান করতে হবে।

বরদান :- সদা বাবার মতন হয়ে নিজের সম্পন্ন স্বরূপ দ্বারা সকলকে বরদান দিতে পারা বরদানী মূর্ত হও

ব্যাখা: ভারতে বিশেষ ভাবে দেবীদের বরদানী স্বরূপে স্মরণ করা হয়। কিন্তু এমন বরদানী মূর্ত তারা-ই হয় যারা বাবার মতন সমান এবং সমীপ অর্থাৎ বাবার নিকটে অবস্থান করে। যদি কখনও বাবার সমান, কখনও সমান নয় বরং শুধুই নিজের পুরুষার্থ স্বরূপ হয় তবে বরদানী হতে পারবে না কারণ বাবা পুরুষার্থী হন না তিনি সর্বদা সম্পন্ন স্বরূপ থাকেন। সুতরাং যখন সমান অর্থাৎ সম্পন্ন স্বরূপ হবে তখন বলা হবে বরদানী মূর্ত।

স্লোগান - স্মরণে তীব্র বেগে দৌড় দাও তাহলে বাবার গলার মালা, মালার বিজয়ী দানা হয়ে যাবে ।